Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 63-73
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অনুবাদতত্ত্বের আলোকে টিনটিন চিত্রকাহিনির বাংলা অনুবাদ: একটি সাংস্কৃতিক পাঠপ্রয়াস

পিনাকী মাইতি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা

Abstract

The adventure comics of Tintin by Hergé is the most popular comics in the world. Though it is most popular but lots of complains of propaganda are there against Hergé and his creation. The slang which was used by Caption Haddock in several comics revels the hatred, disdain and hegemony of Hergé. When comics of Tintin translated into Bengali in the page of the periodical Anandamela, the editors always tried to reduce the hatred of Hergé because they didn't want to publish the hatred, hegemony or violence of Tintin's comics. In our main paper we tried to analyze the changes into Bengali translation through the view point of Translation Studies. We were tried to follow two school of thought of Translation Studies—'Equivalence 'and 'Cultural Translation'.

Key Words: Hegemony, Violence, Translation, Equivalence, Cultural changes.

দীর্ঘদিন থেকে ভিন্ন ভাষার পাঠকে আত্মস্থ করতে অনুবাদের প্রয়োজন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিসেরো বা হোরেসের বা চতুর্থ শতকে সেন্ট জেরোমের লেখালিখির অনুবাদও আজও প্রাসঙ্গিক। সেন্ট জেরোমের ক্ষেত্রে গ্রিক বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদ বা পরবর্তীকালে অন্যান্য বাইবেলের অনুবাদ গুরুত্ব লাভ করেছিল। ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপে রিফর্মেশনের যুগে বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থান বা ইডিওলজির অনুবাদ, বা প্রথম শতকে চিনে বিভিন্ন বৌদ্ধ সূত্রের অনুবাদ, অনুবাদের পথচলা প্রশস্ত করেছিল।

অনুবাদের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও বিদ্যাচর্চার জগতে আমরা যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুবাদকে দেখি সেই পথচলা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

১৯৭৬ সালের ফ্রান্সের লুঁভ্রতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাহিত্যতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষক আঁন্দ্রে লেফেব্রে প্রস্তাব করেন অনুবাদ আর বিচ্ছিন্ন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক ও লেখালিখির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা একটি পৃথক বিদ্যাচর্চা হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করে করে—এই নবীনতম শাখার নাম হোক Translation Studies. অনুবাদ রচনা এর উপযোগিতা, বিশ্লেষণ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা এবং প্রশ্নের মীমাংসা করাই এই নতুন তাত্ত্বিক বিন্যাসের লক্ষ্য।[১] অনুবাদ সংক্রান্ত লেফেব্রের এই লেখাটি ১৯৭৮ সালের একটি সংকলনে প্রকাশিত হওয়ার পরই ইউরোপের ভাববিশ্বে নতুন ধারার সূচনা হয়। অনুবাদের অনন্যতা, মৌলিকতার দাবির সঙ্গে সঙ্গেই তুলনামূলক শাখার সঙ্গে অনুবাদের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। যেহেতু দীর্ঘদিন থেকেই অনুবাদ তুলনামূলক সাহিত্যের অধীন থেকেই আলোচিত হয়েছে তাই অনুবাদকে স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চা হিসেবে গ্রহণে অনেকেরই দ্বিধা ছিল। ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই গবেষণা, ক্রমাগত চর্চা অনুবাদকে মৌলিক এবং স্বতন্ত্র চিন্তাপ্রস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু তাই

নয়, আকরণোত্তরবাদ (পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম্‌), বিনির্মাণবাদ (ডিকনস্ট্রাকশন), নারীবাদ (ফেমিনিজম্‌), উপনিবেশোত্তর (পোস্ট-কলোনিয়ালিজম্‌) চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে অনুবাদতত্ত্ব এত ব্যাপক পরিসর পেয়ে গেছে যে ইদানীং তাত্ত্বিকরা বলছেন, তুলনামূলক সাহিত্য আসলে অনুবাদ অধ্যয়ন ধারার অন্যতম শাখা মাত্র।[২] অনুবাদতত্ত্ব ক্রমশ বিকশিত হয়েছে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাচর্চার নানান উপকরণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদতত্ত্ব যখন ক্রমশ সাবালক হয়ে উঠছে তখনই আনন্দমেলার পাতায় ১৯৭৫ সালে টিনটিনের আবির্ভাব।[৩] টিনটিনের প্রথম অভিযান *সোভিয়েত দেশে টিনটিন* হলেও আনন্দমেলায় প্রকাশিত টিনটিনের প্রথম দুটি চিত্রকাহিনি হল *বোম্বেটে জাহাজ* ও *লাল বোম্বেটের গুপ্তধন*।[৪] টিনটিনের চিত্রকাহিনিগুলো মূল ফরাসি ভাষায় লেখা হলেও আনন্দমেলার অনুবাদ মূলত ইংরেজি থেকে। টিনটিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী কথা বলা কুকুর 'স্নোয়ি' বাংলা অনুবাদে হয়ে উঠল কুট্টুস। তবে বিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে নির্মিত হওয়া অনুবাদ তত্ত্বের 'ইক্যুইভ্যালেন্স'[৫] চিন্তাপ্রস্থান নয়, আনন্দমেলার অনুবাদে সবচেয়ে বেশি কাজ করে সাংস্কৃতিক অনুবাদের[৬] (**Cultural Translation)** উপাদান।

টিনটিন পৃথিবীর ইতিহাসে জনপ্রিয়তম চিত্রকাহিনির চরিত্র হলেও টিনটিন স্রষ্টা অ্যার্জের বিরুদ্ধে বারবারই জাতিভেদ, নাৎসি সমর্থন, ইহুদি-বিদ্বেষের বিষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। আনন্দমেলা যেহেতু শিশু-কিশোর পত্রিকা সেজন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই এই পত্রিকার টার্গেট রিডার শিশু ও কিশোররা। তাই আনন্দমেলায় যখন টিনটিনের অনুবাদ প্রকাশিত হয় তখন অশোক সরকার(১৯১২-১৯৮৩), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮) এবং দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪২-২০১৬) প্রমুখ সম্পাদকদের এ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়েছে।

টিনটিন আঁকিয়ে হিসেবে অ্যার্জের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯২৯ সালে গোঁড়া ক্যাথলিক পত্রিকা *Le XXe Siecle* পত্রিকায়। পত্রিকাটি লে পেতি ভাঁতিয়েম নামে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করত। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন নোবার্ট ওয়ালেস। ব্যক্তিগতভাবে ক্যাথলিক আদর্শে বিশ্বাসী জর্জ রেমি (১৯০৭-১৯৮৩) বা অ্যার্জের কোনো অসুবিধাই হল না সেখানে মানিয়ে নিতে। আদর্শগত ভাবেই পত্রিকাটি ছিল কমিউনিস্ট বিরোধী। তাই নোবার্ট অ্যার্জেকে নির্দেশ দিলেন একন এক চিত্রকাহিনি বানাতে যা বেলজিয়ান শিশুদের মনে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার করবে। এককথায় প্রোপাগ্যান্ডা বলতে যা বোঝায় সেটাই টিনটিনের চিত্রকাহিনিগুলির মাধ্যমে শুরু হল। অ্যার্জে নিজেও বিশ্বাস করতেন নোবার্টের আদর্শে। আনন্দমেলা গোষ্ঠী বাংলা অনুবাদে এই জাতীয় প্রোপাগ্যাণ্ডাকে প্রত্যাখান করেই পাঠককুলের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন ফানিসধর্মী এবং মানবিক, 'আপাত নিরীহ' টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চারকে।

অনুবাদ কখনই শুধু এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর নয়, এই পরিবর্তন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেরও। অনুবাদের পথটিও খুব সহজ সরল সুগম নয়। Source Language (SL) যদি তাঁর আধিপত্যকে প্রদর্শন করে তখন Target Language (TL) চেষ্টা করে সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে খাড়া করতে এক প্রতিস্পর্ধী 'অপর'কে -- 'The processes of translation involved in making another culture comprehensible entail varying degrees of violence, especially when the culture being translated is constituted as that of the "other".'[৭] টিনটিনের বাংলা অনুবাদে সে আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করেই নির্মাণ করেছে তার উদ্দিষ্ট পাঠ।

একদিকে বাণিজ্যিক চাহিদা এবং অন্যদিকে অ্যার্জের টিনটিনের চিত্রকাহিনিতে চরিত্রদের আধিপত্যবাদী চিন্তা থেকে শিশু-কিশোর পাঠকদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিলেন আনন্দমেলার সম্পাদকরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সমস্ত অনুবাদে কোনো অনুবাদকের নাম থাকত না। সেক্ষেত্রে অনুবাদের কৃতিত্ব বা দায়ভার সবকিছুই সম্পাদকের উপর বর্তায়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিজেই একাধিক টিনটিনের অনুবাদ করেছিলেন।[৮] আনন্দমেলায় প্রকাশিত

টিনটিনের প্রথম দুটি অ্যাডভেঞ্চার-এ ক্যাপ্টেন হ্যাডকের গালাগালি কখনোই নিরামিষ ছিল না, বরং তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তীব্র ইহুদি বিরোধিতা। *বোম্বেটে জাহাজ* এবং *The Secret of the Unicorn* চিত্রকাহিনির ২৯ পৃষ্ঠার দুটি প্যানেলকে পাশাপাশি রাখলে কথাবেলুনের[৯] সংলাপের মধ্যে দিয়ে ইহুদি বিরোধিতার সাংস্কৃতিক পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে—

প্রথম প্যানেল[১০] দুটিতে বাংলা কথাবেলুনে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের গালাগালি শুধুমাত্র জন্তুজানোয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এমনকি শব্দগুলি সুকুমার রায় ঘরানার হওয়ার জন্য হাস্যরসেরও যোগান দিয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজি কথাবেলুনে 'স্লেভ ট্রেডার' শব্দটি গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা হলেও বাংলা অনুবাদে অনুবাদক সচেতন ভাবেই শব্দটি বর্জন করেছিলেন। টিনটিনের সামগ্রিক অ্যাডভেঞ্চারের প্রেক্ষিতে দাস ব্যবসায়ী বলতেই যে চরিত্রটির নাম মনে আসে সে হল 'লোহিত সাগরের হাঙর' চিত্রকাহিনিতে মার্ক্যুয়েস দ্য গর্গনজোলা ওরফে রবের্তো রাস্তাপপুলাসকে। রাস্তাপপুলাস চরিত্রটি টিনটিনের চিত্রকাহিনিতে প্রথম দেখতে পাই *ফারাওয়ের চুরুট*-এ এবং পরবর্তীতে *নীলকমল, ফ্লাইট ৭১৪* ইত্যাদি একাধিক অ্যাডভেঞ্চারে টিনটিনের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে পাই। রবের্তো ইতালীয় নাম আর রাস্তাপপুলাস গ্রিক। অ্যার্জে অস্বীকার করলেও রাস্তাপপুলাস চরিত্রটি অ্যার্জে একজন স্টিরিওটাইপ ইহুদির মতো করেই নির্মাণ করেছিলেন। অ্যার্জের এই ইহুদি বিরোধিতাকে প্রত্যাখান করতেই বাংলা অনুবাদক 'স্লেভ ট্রেডার' শব্দটি বর্জন করেছিলেন বলে আমাদের অনুমান। আমাদের বক্তব্য আরও বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় *কাঁকড়া রহস্য* এবং *The Crab with The Golden Claws*-এর ৩৭ নং পৃষ্ঠার তিনটি প্যানেলকে পাশাপাশি রাখি—

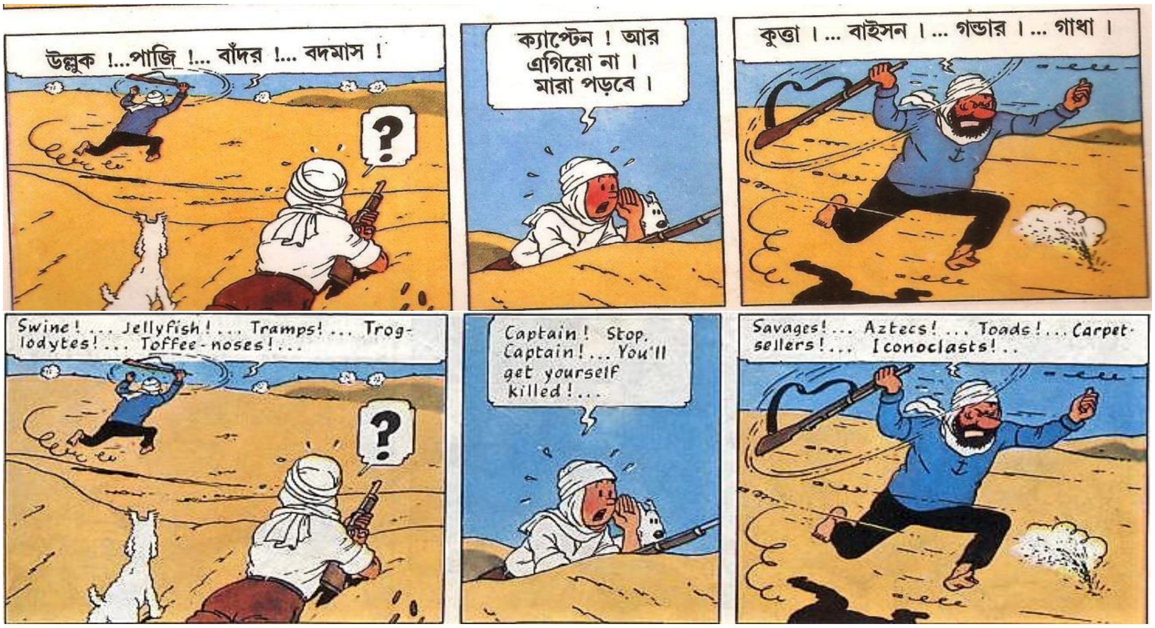

তাহলে দেখব, মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্যাপ্টেন হ্যাডক 'সোয়াইন' বলে গালাগালি দিচ্ছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরাণের দ্বিতীয় সুরা বাকারহ্-এর ১৭৩ সংখ্যক আয়াত, পঞ্চম সুরা আল মায়িদাহ্-এর ৩ সংখ্যক আয়াত, ষষ্ঠ সুরা আল আনআম-এর ১৪৫ সংখ্যক সুরা এবং ষোড়শ সুরা আল নাহ্‌ল-এর ১১৫ সংখ্যক আয়াতে সজ্ঞানে শূকরের মাংস গ্রহণকে পাপ এবং শূকরকে নিকৃষ্ট অপবিত্র প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই হ্যাডকের এই গালাগালির মধ্যে তীব্র মুসলমান বিরোধিতাই প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি 'স্যাভেজ', 'অ্যাজটেক্স', 'কার্পেট সেলার', 'আইকনোক্লাস্ট' ইত্যাদি শব্দের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মের গোঁড়ামি এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী আধিপত্যই প্রকাশ পাচ্ছে। অ্যার্জের ধর্মীয় গোঁড়ামি বা উগ্রজাতীয়তাবাদের বিষ থেকে টার্গেট রিডারদের রক্ষা করবেন বলেই বাংলা অনুবাদে অনুবাদক সচেতনভাবেই এই সমস্ত শব্দাবলীকে বাদ দিয়েছিলেন। চিত্রকাহিনির অনুবাদে অনুবাদক স্বাধীনতা নিলেও তার সুযোগ খুব কম থাকে কারণ তাঁকে নির্দিষ্ট প্যানেলের মধ্যেই স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। অনুবাদের প্রয়োজনে সাধারণভাবে নতুন করে প্যানেল নির্মাণ করা হয় না। কিন্তু টিনটিনের চিত্রকাহিনিতে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এতটাই তীব্র যে *Land of Black Gold*-এর ২২ পৃষ্ঠার তিনটি প্যানেলকে চিত্রকাহিনির বাংলা অনুবাদ *কালো সোনার দেশে* থেকে অনুবাদক সরিয়ে দেন। তার পরিবর্তে একটি নতুন প্যানেল সৃষ্টি করে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেন। মরীচিকা ভেবেই জনসন-রনসনের একজন, নমাজরত একজনকে সেজদা করার সময় লাথি মেরেছে। পরের প্যানেলেই দেখি তারা ভুল স্বীকার করেছে। কিন্তু টিনটিনের একাধিক চিত্রকাহিনিতেই ইসলামের প্রতি অ্যার্জের ঘৃণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বারংবারই প্রকাশিত হয়েছে।

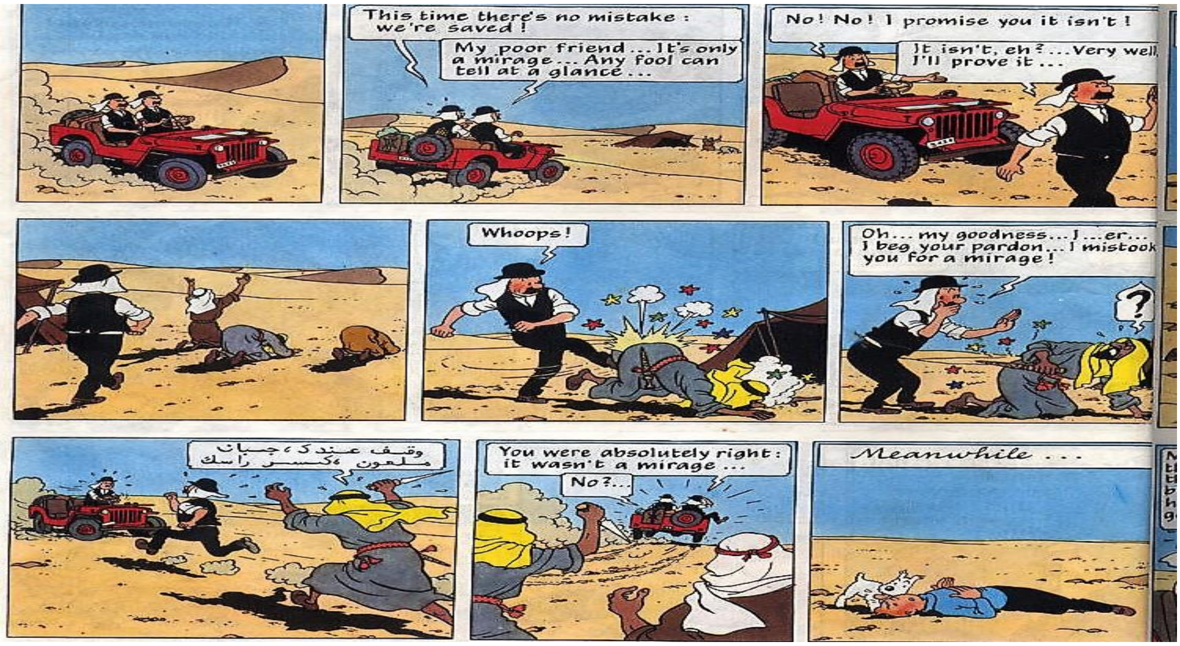

একইভাবে এই অ্যাডভেঞ্চার চিত্রকাহিনির ৩৪ পৃষ্ঠার প্রথম প্যানেলের কথাবেলুন এবং একই পৃষ্ঠায় নমাজরত মানুষদের উপর জনসন-রনসনের গাড়ি নিয়ে মসজিদ ভেঙে ঢুকে পড়ার দৃশ্য পুনরায় বাংলা অনুবাদে অনুবাদক বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

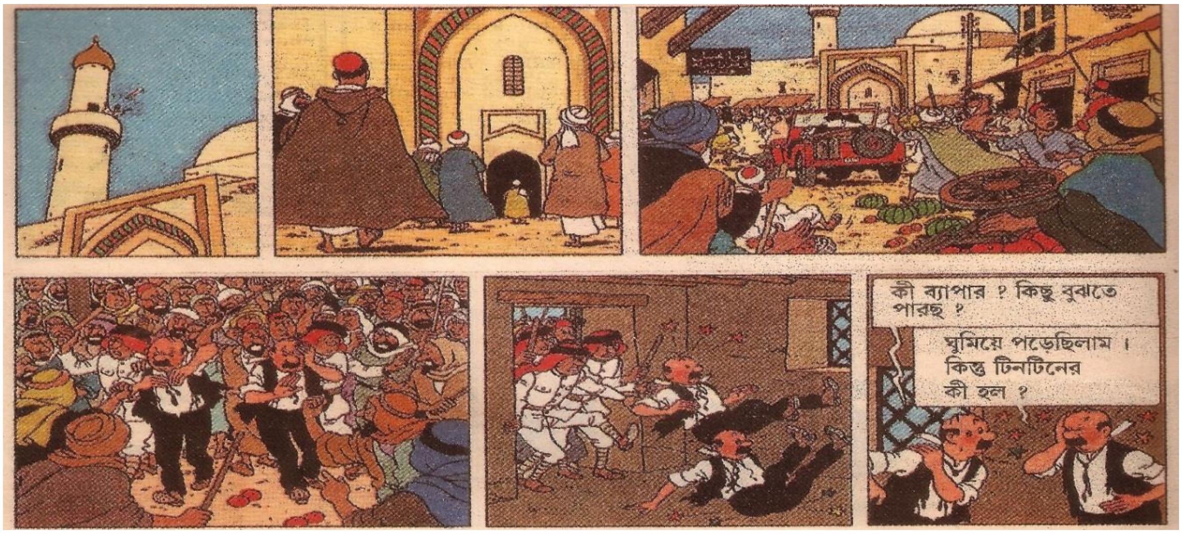

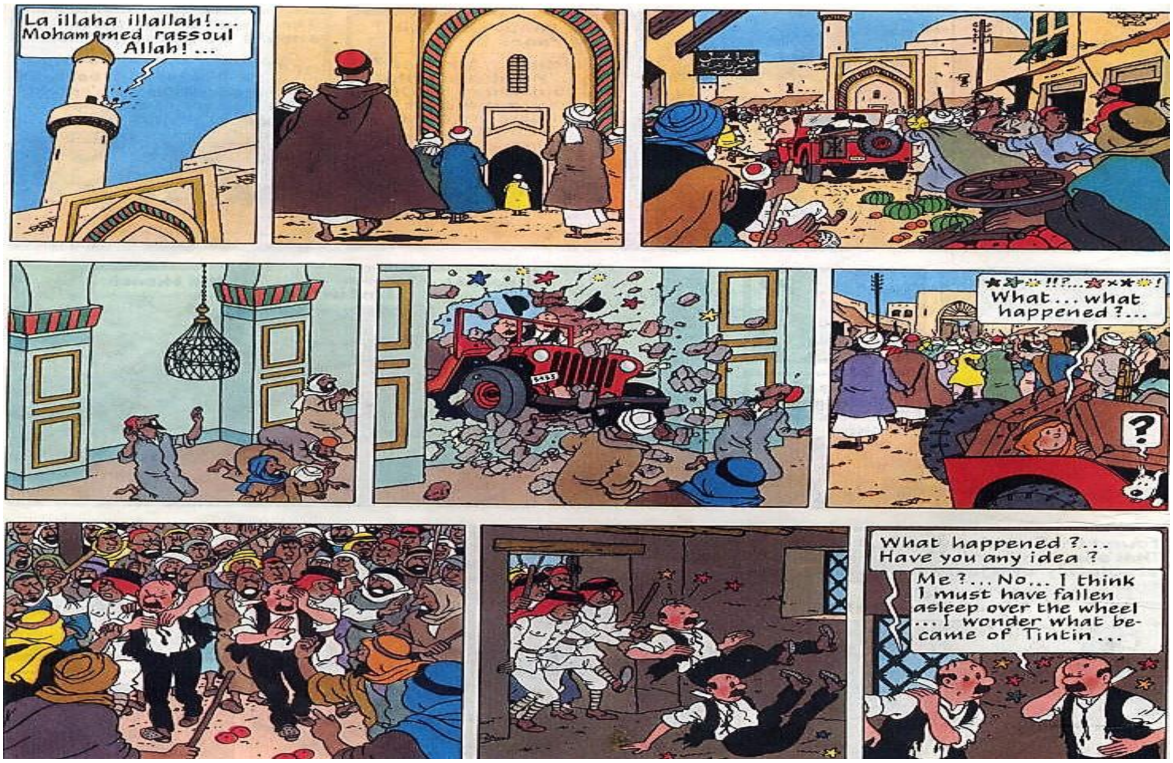

অনুবাদক স্পষ্টতই ধর্মীয় আগ্রাসনের দৃশ্য শিশু মনে যাতে প্রভাব না ফেলে সেজন্যই কথাবেলুন উঠিয়ে দেন বা প্যানেল বাতিল করে দেন।

শিশুমনে যাতে জিঘাংসার বিষ না ছড়ায় সেদিকে অবশ্যই শিশু-কিশোর পত্রিকার লেখক-সম্পাদকদের নজর দিতে হয়। টিনটিনের চিত্রকাহিনিতে ভায়োলেন্স কমাতে গিয়ে বা বাদ দিতে গিয়ে অনুবাদক মূলানুগ না থেকে

অনেকটাই স্বাধীনতা নেন। *The Secret of The Unicorn*-এর অনুবাদ *বোম্বেটে জাহাজ*-এর ৪৮ পৃষ্ঠায় বার্ডদের কুকুর 'ব্রুটাস' হয়ে গেছে বাঘা—

'ব্রুটাস' শব্দটির মধ্যে যে বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, পাশবিকতা আছে তা 'বাঘা' শব্দটির মধ্যে সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে গেছে। পাশাপাশি বাঘা নামকরণ করার সময় অনুবাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অ্যাডভেঞ্চার চরিত্র কুমার-বিমলদের কুকুরের নাম বাঘা। প্রাথমিকভাবে বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের মধ্যে অনেকখানি বিদেশি প্রভাব ছিল। এমনকি ১৮৭৪ সালে রেভারেন্ড লালবিহারী দে যখন বেঙ্গল পেজ্যান্ট লাইফ লেখেন তখন উল্লেখ করেছিলেন বাংলায় অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য নেই।[১১] খুব স্বাভাবিকভাবেই শুরুর দিকে ইংরেজির প্রভাব বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যে জেঁকে বসেছিল। সেই পরিস্থিতিতে হেমেন্দ্রকুমারের কুমার-বিমল নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক সময়ে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্য অস্বীকার করেছে। তাই তাদের কুকুরের নাম 'জিমি' বা 'টম' না হয়ে 'বাঘা' হয়। তাই টিনটিনের চিত্রকাহিনির বাংলা অনুবাদে যখন 'ব্রুটাস'-এর পরিবর্তে 'বাঘা' রাখা হয় একদিকে তা যেমন অনুবাদকের পূর্বজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাঙালি সংস্কৃতির অংশ করে তোলা অন্যদিকে কলোনিয়াল হ্যাংওভারকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা বলে অনুমান করা যেতে পারে।

সুজান বেসনেট 'প্রবলেমস্ অফ ইক্যুইভ্যালেন্স' নিয়ে আলোচনার সময় একটি ইতালীয় প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন এক ভাষার প্রবচন বা প্রবাদ ভিন্ন ভাষায় অনুবাদের সময় অসুবিধা হয়েই থাকে, সেক্ষেত্রে অনুবাদকের চরম স্বাধীনতা গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।[১২] যে ধরণের স্বাধীনতা এখানে অনুবাদক গ্রহণ করলেন তাতে একদিকে যেমন বাঙালি পাঠকের সঙ্গে নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত হল তেমনি অনূদিত চিত্রকাহিনিতে সচেতনভাবে প্রত্যাখান করলেন টিনটিনের ভায়োলেন্সকে।

এই ভায়োলেন্স বা জাতিগত আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা হল টিনটিনের দ্বিতীয় অভিযান *কঙ্গোয় টিনটিন*। এই কাহিনিতে টিনটিনকে পাঠালেন বেলজিয়ামের তৎকালীন উপনিবেশ কঙ্গোয়। এই কাহিনিতে অ্যার্জে প্রোপাগ্যাণ্ডার এমন এক কীর্তি স্থাপন করলেন যে পরবর্তী জীবনে বহুবার এ কাহিনির প্যানেল বা প্যানেলের কথাবেলুন বদল করতে বাধ্য হয়েছেন। লজ্জিত হয়েছেন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই। বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিখ্যাত প্রকাশক Casterman অস্বীকার করেছে *Tintin au Congo* বা কঙ্গোয় টিনটিন ছাপতে। এই অ্যাডভেঞ্চারে অ্যার্জে আফ্রিকার যে ছবি তুলে ধরেন, তা অসত্য, পাশবিক এবং সাম্রাজ্যবাদী বর্ণবিদ্বেষে ভরা। টিনটিনও এই অভিযানে বড় হিংস্র। সে নির্বিচারে অ্যান্টিলোপ হত্যা করে, ডিনামাইট দিয়ে গণ্ডার উড়িয়ে দেয় (যদিও প্রকাশকের অনুরোধে পরবর্তীকালে এই প্যানেলগুলি বাতিল করে গণ্ডারের ছবি তোলার প্যানেল জুড়ে দেন)। টিনটিন যখন বাচ্চাদের ভূগোল পড়াচ্ছে তখন সে বলে, "বন্ধুরা, আমি তোমাদের শেখাব তোমাদের দেশ বেলজিয়ামের কথা।" আফ্রিকার সেই বাচ্চাগুলোর দেশ নাকি 'সভ্য' বেলজিয়াম! পরবর্তী সংস্করণে টিনটিনকে দেখা যায় অঙ্ক শেখাতে। শুধু তাই নয়, গ্রেট আমেরিকান সার্কাসের মালিক জিমি ম্যাকডাফ আগে কৃষাঙ্গ থাকলেও পরে শেতাঙ্গ হন। কুট্টুস বলে 'মিশনারীদের জবাব নেই'। টিনটিনকে আফ্রিকানরা আক্রমণ করলে টিনটিন ঘৃণার সঙ্গে বলে ওঠে 'Turn and face these black fellows!' প্রথমে কোকো নামের ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হলে কুট্টুস বলেই বসে, 'দেখে খুব একটা বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে না।[১৩] আফ্রিকার মানুষরা বোকা, অলস এই প্রোপাগ্যাণ্ডা সমগ্র চিত্রকাহিনি জুড়েই করা হয়েছে।

কালিক বিচারে *কঙ্গোয় টিনটিন* টিনটিনের দ্বিতীয় অভিযান হলেও আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয় বিশ শতকের গোড়ায় এসে। এটা অনুধাবন করা মোটেও কষ্টকর নয় যে এত বিদ্বেষ বিষ থাকার জন্যই এই অপেক্ষা। এটাই যে কঙ্গোয় টিনটিনের সাদা-কালো সংস্করণ বাংলা অনুবাদ আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে তুলনামূলক মার্জিত রঙিন সংস্করণ। এই অভিযানের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ হলেও বর্ণবিদ্বেষের ঝাঁঝ কমানো হয়েছে।

'MASTER DOG'-এর সংলাপের মধ্যে যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক আছে 'কুকুরমশাই' শব্দের মধ্যে সেই আধিপত্যের অবসান ঘটেছে। 'কুকুরমশাই' সাধারণভাবে বাংলায় নিত্য পরিচিত শব্দ না হলেও অনুবাদ মূলানুগ রাখতে গিয়েই অনুবাদক এই ধরণের অনুবাদ করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে অনুবাদকের মূলের প্রতি আনুগত্য স্বাদু গদ্যকে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠল করে দিয়েছে। এই অভিযানে টিনটিনের সাহায্যকারী কোকো বারবার নিজেকে 'কালো কোকো' বললেও বাংলা অনুবাদে সেই বর্ণবিদ্বেষের ঝাঁঝ বাদ পড়েছে। শুধু বাদ পড়েছে বললে কম বলা হবে যেখানে ইংরেজি প্যানেলে বাবাওরামের রাজাকে শুধুমাত্র ধন্যবাদ দিয়েই টিনটিন ক্ষান্ত হয়েছে সেখানে বাংলা অনুবাদে টিনটিন রাজার জয় ঘোষণা করেছে। ঔপনিবেশিক প্রভু বেলজিয়ামের বাসিন্দা যখন উপনিবেশের রাজার কাছে নিজের টুপি খুলে রাজার জয় ঘোষণা করে তখন তা হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ।

চিন্তাপ্রস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বাংলায় অনূদিত টিনটিনের চিত্রকাহিনি সাংস্কৃতিক অনুবাদের অবস্থান থেকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইক্যুইভ্যালেন্স চিন্তন গোষ্ঠীর আলোচনাও টিনটিনের বাংলা অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন আনন্দমেলায় প্রকাশিত টিনটিনের প্রথমদিকের অ্যাডভেঞ্চারে ফরাসি ঐতিহ্য অনুযায়ী ফর্মের পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দিয়েই অনুবাদ করা হত। তাই অনুবাদ মূলত মূলানুগ না হয়ে ভাবানুবাদই হয়েছে—

উল্লিখিত প্যানেল দুটি *Land of Black Gold* এবং কালো সোনার দেশে-এর ১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত। "Dog?..Fog!..A foggy dog! Ha! Ha! Ha! Little dog laughed...That's rum! Rum-te-tum!Fifteen men on the dead man's chest'' সংলাপটির অসাধারণ ভাবানুবাদ হয়েছে "খুকুর কুকুর ঠাকুরপুকুর মেঘলা দুপুর"-এ। কিন্তু মূলানুগ রাখতে গিয়ে আক্ষরিক অনুবাদ করলে এই প্যানেলটির রসাবেদনই নষ্ট হয়ে যেত। ঠিক যেমনটি হয়েছে 'The Shooting Star'-এর বাংলা অনুবাদ 'আশ্চর্য উল্কা'য়—

চিত্রকাহিনির ২৯ পৃষ্ঠায় ৬ নম্বর প্যানেলে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের সঙ্গে তার পুরনো বন্ধু চেস্টারের ধাক্কা লাগলে ক্যাপ্টেন 'The Shooting Star-এর সংলাপে 'semaphore' ব্যবহার করেছে যাতে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন জাহাজে দীর্ঘদিন পতাকার সঙ্কেত দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন বা তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর বলেই তিনি নিশানের নিশানার সঙ্কেত সহজেই বুঝতে পারেন। ফরাসি 'sémaphore' শব্দটি থেকেই ইংরেজি 'semaphore' শব্দটি এসেছে। যার অর্থ হল পতাকা, আলো বা হাতের সাহায্যে সঙ্কেত দেওয়া। এখানে অনুবাদক আভিধানিক অর্থে অত্যধিক অনুগত থাকতে গিয়ে হ্যাডকের হাম্বরা ভাব তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও ইক্যুইভ্যালেন্স চিন্তন গোষ্ঠীর প্রথম দিকের রুশ তাত্ত্বিকরা ফর্মের পরিবর্তনের বদলে শব্দ, বাক্যের অন্বয় ইত্যাদি ভাষাতাত্ত্বিক ফর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরবর্তীকালে আনন্দমেলায় প্রকাশিত টিনটিন চিত্রকাহিনি সঙল্লেও প্রতি অনুগত থাকতে গিয়ে অনেকসময়েই পাঠকের রসাস্বাদনের হানির কারণ হয়েছে। ক্যাপ্টেনের গালাগালির সাংস্কৃতিক বিচার আমরা করেছি, কিন্তু ক্যাপ্টেন জাহাজের সঙ্গে যুক্ত বলেই তার বহুল ব্যবহৃত উদ্বেগজনিত ইংরেজি লব্জ হল 'Thundering typhoons' বা 'Blistering barnacles' ইত্যাদি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়েই ক্যাপ্টেনের বিদ্বেষপূর্ণ গালাগালিকে মজার করে নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর পরবর্তীতে রুশ ইক্যুইভালেন্স হয়তো বজায় থাকল এমনকি অনুবাদ আক্ষরিক এবং ইংরেজির অনুগতও হল কিন্তু বাংলা টিনটিন হারিয়ে ফেলল তার ফানিসধর্মীতাকে।

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জি:

১। ভট্টাচার্য, তপোধীর (২০০৬)। *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*। মেদিনীপুর : অমৃতলোক। পৃ. ৮৭।

২। তদেব।

৩। Biswas, Soutik (11November 2011). "India's undying love affair with Tintin". BBC (Date of Retrive 2nd August 2015.

৪। মজুমদার, কৌশিক। (১৪২২বঙ্গাব্দ)। *কমিক্স ইতিবৃত্ত*। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : লালমাটি। পৃ. ২৫৯।

৫। ইক্যুইভ্যালেন্স: অনুবাদতত্ত্বে প্রধান চারটি চিন্তাপ্রস্থানের একটি। ১৯৫০-৬০-এর দশকে প্রথমে রাশিয়া এবং পরে ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করেছিল। রুশ তাত্ত্বিকরা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে শব্দ, বাক্যের গঠন ইত্যাদি ভাষাগত রূপের উপর গুরুত্ব দিয়ে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের 'ইক্যুইভ্যান্সি' বিচার করতেন। পরবর্তীকালে ফরাসি ঐতিহ্য বিস্তার লাভ করে যেখানে সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের রূপান্তরটাই গুরুত্ব পায়।

৬। সাংস্কৃতিক অনুবাদ: এই তত্ত্বপ্রস্থানের অন্যতম কারিগর হলেন সুজান বেসনেট এবং আন্দ্রে লেফেব্রে। এই তাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নারীবাদ, উপনিবেশোত্তরবাদ এবং কালচারাল স্টাডিজের মতো বিদ্যাচর্চা। সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদের সময় এই রূপান্তরে যুক্ত হয়ে যায় রাজনীতি, অর্থনীতি, লিঙ্গভাবনা, সমাজভাবনার মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান। সাংস্কৃতিক অনুবাদে এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপিত হত। হোমি ভাবার 'The Location of Culture'-এ সলমন রুশদি পাঠ সাংস্কৃতিক অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

৭। Dingwaney, Anuradha. Found in Susan Bassnett's *Translation Studies* (2002). 3rd Edition. London : Routledge. p. 4.

৮। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : ২০.০৫.২০০৭।

৯। কথা বেলুন : চিত্রকাহিনির চরিত্রদের মনের ভাব আর সংলাপ বোঝাতে এটি অপরিহার্য। এদেরকে অনেক সময় কথা) বুদবুদও-Speech bubble) বলা হয়। বেলুনের একটি লেজ থাকে, যেটি বক্তার দিকে ইঙ্গিত করে। মেঘের মতো দেখতে চিন্তা) বেলুন-Thought ballon) বক্তার না বলা কথাকে তুলে ধরল। কাঁটার মতো দেখতে বেলুন চিৎকারকে ফুটিয়ে তুলল দারুণভাবে। এককথায় কথাবেলুনই চরিত্রদের জীবন্ত করে তুলল।

১০। প্যানেল : চিত্রকাহিনির একটি পৃষ্ঠায় বহু খন্ড খন্ড দৃশ্যের মধ্যে একটি খন্ডদৃশ্যকে বলে প্যানেল। একটি পৃষ্ঠায় একাধিক প্যানেল থাকতে পারে। সাধারণত প্যানেলগুলো কালো বর্ডার দিয়ে আঁকা হয়। অবশ্য এই বর্ডারের চেহারা বদলেও অনেক সময় আবেগ, উত্তেজনা বা আগের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক বোঝানো হয়। প্রতি প্যানেলের চেহারা, আকার, তার মধ্যকার ছবি, ক্যাপশন আর কথাবেলুন দিয়ে এক একটি খন্ডদৃশ্য তৈরি করা হয়। তবে ইদানীংকালে asynchronous প্যানেলের ক্ষেত্রে একই প্যানেলে একাধিক খন্ডদৃশ্য তৈরির প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়।

১১। Day, Lal Behari. (1926). *Bengal Peasant Life*. London : Macmillian and Co. Limited. p. 3.

১২। Bassnett, Susan (2002). *Translation Studies.* 3rd Edition. London: Routledge. p. 32.

১৩। মজুমদার, কৌশিক। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩৫।